গাংনীতে সাপের কামড়ে কৃষকের মৃত্যু

মেহেরপুরের গাংনীতে সাপের কামড়ে খসরুল আলম খসরু (৩৫) নামের এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে।

সোমবার রাত ১২ টায় তার নিজ বাড়িতে মৃত্যু হয়। সে উপজেলার কাজীপুর গ্রামের হালসানা পাড়ার উকিল উদ্দীনের ছেলে।

স্থানীয় ইউপি সদস্য মো: খবির উদ্দীন জানান, খসরুল আলম খসরু প্রতিদিনের ন্যায় সিমান্ত এলাকায় একটি জমিতে কাজ করছিলো। এসময় বিষধর সাপে তার পায়ে কামড় দিলে অসুস্থ হয়ে পড়ে। সাপে কামড়ের বিষয়টি তার পরিবারের সদস্যদের কাছে গোপন করে। রাত গভীর হওয়ার সাথে সাথে অসুস্থতাও বাড়তে থাকে এক পর্যায় সাপে কামড়ের বিষয়টি পরিবারের সদস্যদের জানালে একজন ওঝাকে দিয়ে বিষ উত্তোলনের জন্য চেষ্টা করলেও শেষ পর্যন্ত তার মৃত্যু হয়।

মৃতের পরিবার ও স্থানীয় সৃত্র জানায়, খসরুল আলম খসরু’র নামে একটি মাদকের মামলা রয়েছে। মামলার পর থেকে অনেকটাই আত্মগোপনে থাকতো সে। পুলিশের হাতে আটক হতে পারে এমন আশংখায় হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে যায়নি।

গাংনী হাসপাতালে চিকিৎসকের বিরুদ্ধে দায়িত্ব অবহেলার অভিযোগ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসকের দায়িত্ব অবহেলার অভিযোগ উঠেছে। ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার রাতে।

রোগীর পরিবারের লোকজন জানান, রবিবার রাত দুইটার দিকে উপজেলার বাওট গ্রামের মৃত ইসাহাক কারীর ছেলে সিরাজুল ইসলাকে মুমূর্ষ

অবস্থায় একজন গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেয় তার পরিবারের লোকজন। সেখানে কর্তব্যরত কাউকে দেখতে পায়নি তারা। প্রায় আধা ঘন্টা যাবৎ উচ্চস্বরে ডাকাডাকির পর কোন সাড়া না পেয়ে সাংবাদিককে ফোন দেই রোগীর পরিবার।

ওই রাতেই গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা রিয়াজুল আলমের কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমাদের সেবা ২৪ ঘন্টা অব্যাহত রয়েছে ১০৯ নম্বর রুমে ডাক্তার রয়েছে। রুগীর পরিবারের লোকজন বাস্তবে দেখে ১০৯ নম্বর রুমে তালা ঝুলানো ভিতর লাইট এবং ফ্যান চলছে।

একটু পরেই ডাঃ রিয়াজুল আলম জানান ১০১ নাম্বার রুমে ডাক্তার দেবাশীষ রয়েছে এবং সেই সাথে বলেন আপনি একজন সরকারি কর্মকর্তাকে এত রাতে বিরক্ত করছেন আপনাকে আমলে নিলাম।

এরপর ডাক্তার নার্স রোগীর পরিবারের লোকজনের সাথে দেখা করে এবং প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে কুষ্টিয়া সরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করেন।

কর্তব্যরত চিকিৎসক ডাঃ দেবাশীষ জানান, রোগীর লোকজন দরজায় নক না করে ফ্লোরে ছুটাছুটি করেছে। একবার চিৎকারের শব্দ শুনেছি এবং আমার কাছে মনে হয়েছে ওয়ার্ডের কোন রোগীর বা বাইরের কোন শব্দ।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাক্তার রিয়াজুল আলম তার কথা পরিবর্তন করে বলেন আপনাকে নয় তথ্যটি আমলে নেওয়ার কথা বলেছেন। তিনি আরো বলেন ডাক্তার, নার্স, ওয়ার্ড বয় সবাই হাসপাতালে ছিল খুঁজে না পাওয়ার কোন সুযোগ নাই।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আরএম সেলিম শাহনেওয়াজ জানান, বিষয়টি অবগত হলাম। উর্ধতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হবে।

বাগোয়ান ইউপি চেয়ারম্যান ও

তার স্ত্রী করোনা মুক্ত

১৪ দিন নিজ বাড়িতে আইসোলেশনের থাকার পর অবশেষে করোনা মুক্ত হয়েছেন বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আয়ূব হোসেন ও তার সহধর্মিনী নারভিনা খাতুন।

সোমবার রাত ১০ টার দিকে মুঠোফোনের মাধ্যেমে ইউপি চেয়ারম্যান মেহেরপুর প্রতিদিনকে করোনা মুক্ত হওয়ার বিষয় নিশ্চিত করেন।

তিনি জানান, করোনা পজিটিভ আসার ১২ দিনের মাথায় আবারো আমার নমুনা পাঠানো হয়। আজ সোমবার ১৪ দিন চলমান রাতে আমার নমুনার রিপোর্ট আসলে সেখানে আমার ও আমার সহধর্মিনির রিপোর্ট নেগেটিভ আসে।

মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ কমপ্লেক্স পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ড.রেজওয়ান আহম্মেদ জানান, চেয়ারম্যান ও তার সহধর্মিনির আজ ১৪ দিন হোমকোয়ারিন্টিন শেষ হতে চলেছে।

এছাড়া তিনার শেষ রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে। স্বাস্থ বিভাগের পক্ষ থেকে তাদের করোনা মুক্ত ঘোষনা করা হয়েছে।

উল্যেখ্য,ঈদের আগের দিন থেকে ঠান্ডা- জ্বর জনিত কারনে চেয়ারম্যান ও তার স্ত্রীর নমুনা সংগ্রহ করে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠায়। নমুনা পাঠানো হলে গত ৪ তারিখ সন্ধায় তাদের দুজনের রিপোর্ট পজেটিভ আসে।

আপডেট:: মুজিবনগর উপজেলা চেয়ারম্যান ও মহাজনপুর ইউপি চেয়ারম্যানসহ ২৫ জন করোনা

আক্রান্ত

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলা চেয়ারম্যান জিয়াউদ্দিন বিশ্বাস ও মহাজনপুর ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান আমাম হোসেন মিলুসহ নতুন করে ২৫ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন।
এর মধ্যে সন্ধ্যার দিকে প্রাপ্ত ফলাফলে ১৩ জন ছিল এবং রাত ১০টার দিকে ২য় দফায় আরো ১২ জন আক্রান্তের ফলাফল পাওয়া যায়।
নতুন আক্রান্তদের মধ্যে সদর উপজেলায় ১৭, গাংনী ৫, মুজিবনগর ৩। ফলাফল এসেছে ৯১ টি। সর্বমোট ফলাফল এসেছে ২৯৫০ টি। সর্বমোট পজেটিভ ৩৮৬ টি। মৃত্যু ৮ । সুস্থ ১৭৮, ট্রান্সফার্ড ২৯, বর্তমান পজেটিভ সংখ্যা ১৭১ । এর মধ্যে সদর উপজেলায় ৯৩, গাংনী ৫৭, মুজিবনগর ২১টি।

ভিন্নসূত্রে পাওয়া অন্যান্য আক্রান্তরা হলেন, মুজিবনগরের কোমরপুরে মোস্তাফিজুর রহমান,গাংনীর ঈদগাহ পাড়ার আব্দুল হান্নান, রেশমা, করমদি গ্রামের রেজাউল করিম, মেহেরপুর শহরের হোটেল বাজারের সঞ্জিবন বিশ্বাস, কাশ্যপপাড়া দুলুতুন নেছা, নতুন মদনাডাঙ্গা গ্রামের আশিক, বর্শিবাড়িয়ার শাহ আলম, পুলিশ লাইন পাড়ার মোজাফফর আহমদ,সদর হসপিটালের বেলাল, পৌর ঈদগাহ পাড়ার ডা. রফিকুল আলম,উজুলপুর বিশ্বাস বাড়ির দিলারা খাতুন। রাত ১০টার সময় প্রাপ্ত ২য় দফায় নতুন ১২জনের পরিচয় পাওয়া যায়নি।

মেহেরপুর গাংনীতে নদীতে নিখোঁজ তামিমের মরদেহ উদ্ধার

অবশেষে মেহেরপুরের গাংনীর পীরতলা মাথাভাঙ্গা নদীতে গোসল করতে গিয়ে নিখোঁজ তামিম হোসেনের (১০) মরদেহ উদ্ধার করেছে ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরী দল।

সোমবার বিকাল ৪ টায় উপজেলার মাথাভাঙ্গা নদীর উপর নির্মানাধীন বেতবাড়িয়া-মধুখালি ব্রীজের কাছ থেকে তার লাশ উদ্ধার করা হয়।

বামুন্দী ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের ভারপ্রাপত কর্মকর্তা ইছাহাক আলী জানান,ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরী দল দীর্ঘ প্রায় ১০ ঘন্টার সন্ধান করার পর মাথাভাঙ্গা নদীর উপর নির্মানাধীন বেতবাড়িয়া-মধুখালি ব্রীজের কাছ থেকে তামিমের মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

ডুবুরী দলের প্রধান ডিএডি মো: শরিফুল ইসলাম জানান, নদীতে পানি বেশি ও স্রোত থাকার কারনে তামিমের মরদেহ ঘটনাস্থল থেকে অন্তত ৫ কিলোমিটার দুরে ভেসে যায়।

তার মরদেহ নির্মানাধীন একটি ব্রীজের কাছে আটকিয়ে যাওয়ার কারনে লাশ বেশি দুরে যেতে পারেনি। তামিমের মরদেহ তার স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

উল্লেখ্য: রবিবার দুপুর ২ টায় উপজেলার কাজীপুর ইউনিয়নের পীরতলা গ্রামের মাথাভাঙ্গা নদীতে গোসল করতে গিয়ে পানিতে ডুবে নিখোঁজ হয় তামিম।

নিখোঁজ তামিম হোসেন কাজিপুর বুড়িপুতা এলাকার কাবের হোসেনের ছেলে।

স্বাস্থ্যবিধি নিশ্চিত করণে মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের সাড়াশি অভিযান

মেহেরপুরে করোনা প্রতিরোধে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে বিভিন্ন জায়গায় সাড়াশি অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। স্বাস্থ্যবিধি নিশ্চিত করণ এই অভিযানে মাস্ক না পরায় অনেককেই জরিমানাও করা হয়েছে। সেই সাথে পথচারি, বিভিন্ন দোকানগুলোতে এবং যানবাহন চলাচলের ক্ষেত্রে জরিমানার পাশাপাশি সতর্ক করেও দেওয়া হয়েছে।

সোমবার সকাল থেকে প্রায় তিন দফা স্বাস্থ্যবিধি নিশ্চিতে জেলা প্রশাসন থেকে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট কতৃক অভিযান পরিচালনা করা হয়। দুপুরের অভিযানে মাস্ক না পরার অপরাধে ৪ জনের কাছ থেকে ১

হাজার ৫শ ৫০ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মাহাদুদুল হাসান এর নেতৃত্বে শহরের বিভিন্ন জায়গায় স্বাস্থ্যবিধি নিশ্চিত করণের জন্য অভিযান পরিচালিত হয়। এসময় মেহেরপুর বড় বাজারের চাউল ব্যবসায়ী আমজাদ হোসেনের আটশত টাকা,আবুল গার্মেন্টসের চারশত টাকা, লিয়াকত সাইকেল স্টোর কে দেড়শত টাকা এবং সামীর স্টোর কে দুই শত টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। পাশাপাশি বেশ কিছু দোকানদার ও পথচারিকে তাদেরই টাকাই মাস্ক কিনে পরিয়ে দেওয়া হয়।

অভিযান পরিচালনাকালে নির্বাহী নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মাহাদুদুল হাসান বলেন, করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব ঠেকাতে হলে মাস্ক পরিধান করতে হবে। যারা মেহেরপুর শহরের ভিতরে মাস্ক ছাড়া চলাচল করছে তাদেরকে সতর্ক করা হচ্ছে এবং কিছু কিছু মানুষের কাছ থেকে জরিমানা আদায় করা হয়েছে। স্বাস্থ্যবিধি নিশ্চিত করতে জেলা প্রশাসন থেকে সকালে দুপুরে বিকালে প্রয়োজন বোধে রাতেও ভ্রাম্যমান আদালত চালানো হবে। করোনা প্রতিরোধে জন সচেতনতা তৈরির লক্ষে আমাদের এই অভিযান অব্যাহত থাকবে।

মেপ্র/এমএফআর

তালাক দেওয়ায় স্ত্রীকে পিটিয়ে জখম করলেন কাউন্সিলর রিপন

তালাক দেওয়ায় স্ত্রীকে পিটিয়ে জখম করলেন মেহেরপুর পৌরসভার ৮ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর সৈয়দ মঞ্জুরুল কবির রিপন।
সোমবার বিকালে মেহেরপুর শহরের নতুনপাড়ার মোড়ে প্রকাশ্যে পিটিয়ে আহত করেছেন বলে অভিযোগ করেছে সাবেক স্ত্রী শারমিন আক্তার মিষ্টি।
শারমিন আক্তার মিষ্টি মেহেরপুর শহরের থানা পাড়ার আব্দুল আওয়াল খোকনের মেয়ে।
মিষ্টি তার অভিযোগে বলেন, এর আগেও তার আরও একটি স্ত্রী ছিল। সে স্ত্রীও তার খারাপ আচরণ সহ্য করতে না পেরে রিপনকে তালাক দিয়ে চলে

যায়। পরে আমাকে জোর করে ২০১৫ সালের ১৩ ডিসেম্বর বিয়ে করে। বিয়ের পর থেকে বিভিন্নভাবে আমাকে নির্যাতন করে আসছে। এছাড়াও সে বেশ কিছু মেয়ের সাথে পরকিয়ায় জড়িত। আমি প্রতিবাদ করতে গেলে মারধর করে। তার বাবা- মাও বিষয়টি জানে, কিন্তু কিছুই বলেনা। উল্টো আমার উপর তারাও নির্যাতন করে। এই নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে দিনদশেক আগে আমি রিপনকে তালাক দিয়েছি। এরপর থেকে রিপনের ভয়ে আমি পালিয়ে বেড়াচ্ছিলাম। কিন্তু সোমবার বিকালে মেহেরপুর নতুন পাড়ার মোড়ে আমাকে দেখে চোখে মুখে কিল ঘুষি মেরে মারাত্মক জখম করে। স্থানীয়রা উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যায়। এ ঘটনায় কাউন্সিলর মঞ্জুরুল কবির রিপনের বিরুদ্ধে মেহেরপুর সদর থানায় মামলা দায়ের এর প্রস্তুতি চলছে।
এ বিষয়ে কাউন্সিলর সৈয়দ মঞ্জুরুল কবির রিপন মেহেরপুর প্রতিদিনকে জানান, তার স্ত্রী মিষ্টি মানসিক রোগী। সে নিজের ইচ্ছামত ঘুরে বেড়াতে চাই। যে কারণে তার বাবা-মাও তার প্রতি বিরক্ত। আর সে অভিযোগ করেছে তা মিথ্যা। সে পড়ে গিয়ে আঘাত প্রাপ্ত হয়েছে।

গাংনীর সাব-রেজিস্টার বগুড়ার আলোচিত কিশোরী অর্থি’র পাশে

ঈদের দু’দিন আগের কথা। বিভিন্ন গণমাধ্যম ও সোস্যাল মিডিয়াতে অর্থি নামের এক কিশোরী তার দাদার সাথে বগুড়ার ঘোড়াধাপ হাটে পরিবারে পালিত প্রিয় নবাব নামের একটি গরু বিক্রয়ের সময় কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। নবাব-(গরুটিকে) জড়িয়ে ধরে কান্নার প্রকাশিত ছবি ভাইরাল হয় বিভিন্ন মাধ্যমে। ছবিটি তুলেছিলেন রাফিদ ইয়াসির নামে স্থানীয় এক ফটো সাংবাদিক। মানুষের সাথে একটি গৃহপালিত পশু (নবাব) ভালবাসা মুগ্ধ করে দেশ-বিদেশের মানুষকে। নবাবকে বিক্রি করায় কিশোরী অর্থি খাওয়া দাওয়া বন্ধ করে দেয়।

সারাদিন কান্না করে অসুস্থ্য হয়ে পড়ে অর্থি। তার চাওয়া বিক্রি হওয়া নবাব-কে তার কাছে ফিরিয়ে দিতে হবে। অভাবের সংসারে অর্থির পিতা আকরাম আলী ১ লাখ ৪৭ হাজার টাকায় নবাব (গরু) টিকে বিক্রি করেন স্থানীয় গরু ব্যাবসায়ীর কাছে। এমন খরব ও ছবি এবং কিশোরীর

মমতাবোধ দেখে অর্থির মনের শূন্যতা কৈশোরে ফিরিয়ে নিয়ে যায় গাংনী উপজেলা সাব-রেজিস্টার মাহফুজ রানাকে। অর্থির নবাব-বিরহে শামিল হতে সাব-রেজিস্টার মাহফুজ রানা তার নিজস্ব ফেসবুক ওয়ালে অর্থিকে খুঁজে পেলে একটি গরুর বাছুর উপহার দেবার স্ট্যাটাস দেন। ফেসবুক ওয়ালে লেখা পোস্টটি ভাইরাল হয় এবং অল্প সময়ের মধ্যে ফটোসাংবাদিক রাফিদের খোঁজ মেলে। ফটো সাংবাদিক রাফিদ অর্থিকে খুঁজে দিতে সহায়তা করেন গাংনীর সাব-রেজিস্টার মাহফুজ রানাকে।

ততক্ষণে প্রথম আলো ট্রাস্ট তাকে একটি বাছুর গরু যার নাম ছোট নবাব উপহার দেয়। অর্থির জন্য যে সমবেদনা তা পাশ কাটিয়ে থাকতে পারেনি গাংনীর সাব-রেজিস্টার মাহফুজ রানা। রাফিদের কাছে ঠিকানা নিয়ে ছুটে যাই অর্থির বাড়ি বগুড়া সদর উপজেলার হাজরা দিঘি গ্রামে। আশরাফি সুলতানা অর্থি (৯) বগুড়া সদর উপজেলার নুনগোলা ইউনিয়নের হাজরাদিঘি গ্রামের আকরাম হোসেনের মেয়ে ও হাজরাদিঘি সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়ের ৩য় শেনীর ছাত্রী। অর্থির লেখা পড়ার খরচসহ তার হাতে শিক্ষা সামগ্রী তুলে দেন মাহফুজ রানা। অর্থের অভাবে অর্থিও লেখাপড়া যেন বিগ্নীত না হয় সে বিষয়ে সার্বক্ষনিক খোঁজ নেন তিনি।

মোবাইল ফোনে অর্থির বাবা আকরাম আলীর সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, ছোট বেলা থেকেই নবাব-কে খেলঅর সাথি হিসেবে ভালবাসতো অর্থি। নবাবের শুন্যতা অর্থির মন থেকে মুছতে পারছিনা। দেশ বিদেশ থেকে অনেকেই ফোনে শান্তনা দিচ্ছে। গাংনী থেকে অনেক পথ পাড়ি দিয়ে আমার বাড়িতে মাহফুজ রানা এসেছেন এটা অনেক পাওয়া। তিনি যেমন মানবিক হয়ে ছুটে এসেছেন আমার মেয়ে অর্থিকে শান্তনা সহায়তা দিতে আমিও আশাকরি আমার মেয়ে বড় হয়ে লেখাপড়া শিখে মানুষের পাশে থাকবে। মর্মাহত অর্থি কান্না জড়িত কণ্ঠে জানায়,আমি চেষ্টা করেও নবাবকে ভুলতে পারছিনা। মাহফুজ রানা স্যারকে অনেক কৃতজ্ঞতা জানায়।

গাংনী সাবরেজিস্টার মাহফুজ রানা বলেন, অর্থিও ঘটনাটি জানতে পেরে আমি খুবই কষ্ট ও ব্যাথিত হয়েছি। তার এই ঘটনা আমাকে আমার শৈশবে ফিরিয়ে নিয়ে গেছে। তাই ছুটে গিয়েছি অর্থি’র কাছে। আমি আশা করি অর্থি একদিন মানুষকে সেবা করবে।

গাংনীর গাড়াবাড়ীয়াতে পরিবেশ দূষণ করে খামার স্থাপনের অভিযোগ

গাংনীর গাড়াবাড়ীয়াতে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ঈদগাহ ময়দান, কবরস্থান ও কুতুবপুর স্কুল এন্ড কলেজের সাথেই গরু ছাগলের খামার স্থাপন করছেন একই গ্রামের আব্দুল করিমের পুত্র ধনীউল্লাহ।

এ নিয়ে গত ১২/০৮/২০২০ তারিখে গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বরাবর অভিযোগ দায়ের করেন তিন প্রতিষ্ঠানের সভাপতি সেক্রেটারি প্রধান শিক্ষক সহ সাধারণ জনগণ।
সেই অভিযোগের ভিত্তি তে আজ সোমবার সরজমিনে তদন্ত করতে আসেন উপজেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা মোঃ মস্তফা জামান।

তিনি বলেন, আমি চাই বাংলাদেশ তথা সকল স্থানে খামার স্থাপন হোক কিন্তু খামার স্থাপন করতে গিয়ে কোন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিবেশ দূষণ হোক সেটা আমি চাই না। তাছাড়াও আপনাদের এই জমিতে প্রবেশ করার মত কোন পথ নেই। আপনাদের আসতে হলে স্কুলের খেলার মাঠের উপর দিয়ে আসতে হবে। সেই ক্ষেত্রেও আপনার খামার পরিচালনা করতেও সমস্যা হবে। সাথে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান শিক্ষা প্রতিষ্টানের তো বিব্রতকর অবস্থার সৃষ্টি হবেই।

এ বিষয়ে কবরস্থান কমিটির সভাপতি মোফাজ্জেল আলী জানান, বার বার নিষেধ করার পরেও তারা খমার স্থাপন করেই চলেছে। এবং এই খামার হলে আমাদের জানাযার নামাযের ব্যাঘাত ঘটবে।

এ বিষয়ে কুকুবপুর স্কুল এন্ড কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হাফিজুল ইসলাম জানান, আমাদের স্কুল এন্ড কলেজের খেলার মাঠের সাথেই স্থাপন হচ্ছে এই গরু ছাগলের খামার যা ছেলে মেয়েদের খেলা ধুলা করতে সমস্যা হবে। সেই সাথে পাশেই ক্লাসরুম ছেলে মেয়েদের ক্লাস করাতে গিয়েও দুর্গন্ধ ছুটতে পারে। তাছাড়াও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মান ক্ষুন্ন হবে।

এ বিষয়ে গাড়াবাড়ীয়া জান্নাতুল মাওয়া ঈদগাহ ময়দানের সভাপতি রেজাউর রহমান জানান, আমাদের ঈদগাহ ময়দানের মিনারের সাথেই এই খামারটি স্থাপন করছেন যা আমাদের ঈদের নামাযের ব্যাঘাত ঘটাবে। এবং ঈদগাহ

ময়দানের প্রাচীর সহ আশেপাশে গরু ছাগলের মলে দুর্গন্ধ সহ নোংরা সৃষ্টি হবে। তাই আমরা উপজেলা প্রসাশন বরাবর একটি অভিযোগ দায়ের করেছিলাম তার পরিপ্রেক্ষিতে আজ তদন্ত করে গেছেন।

এ বিষয়ে খামারের মালিক ধনী উল্লাহ বলেন, বেশি গরু পালনের সিদ্ধান্ত নেই। কোন রকম খামার টি কষ্ট করে দাঁড় করাচ্ছি। পরে আমার জমির এরিয়ায় উচা করে ঘিরে নিলে কোন রকমই দুর্গন্ধ ছড়াবে না।

তার জমির নিজস্ব কোন পথ আছে কি জিজ্ঞেস করলে বলেন নেই। তবে জানান খেলার মাঠের উপর দিয়েই আমরা বর্তমানে চলাচল করছি।

মেহেরপুরে প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন

মেহেরপুরে প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন করেছে সোহেল রানা নামের একজন। সোমবার সকালে মেহেরপুর জেলা প্রেসক্লাবে এ সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সোহেল রানা মেহেরপুর সদর উপজেলার টেংরামারী গ্রামের আব্দুর রশিদ মন্টুর ছেলে।

সংবাদ সম্মেলনে সোহেল রানা বলেন, গত ১৪ আগষ্ট মেহেরপুর নিউজ ও ১৫ আগষ্ট দৈনিক মাথাভাঙ্গা প্রত্রিকায়“ সুবাহ সামাজিক উন্নয়ন সংস্থার চেয়ারম্যানের মোবাইল ফোনে চাঁদাবাজির অভিযোগ” শিরোনামে একটি সংবাদ প্রকাশ হয়। যা সম্পুর্ন মিথ্যা ও বানোয়াট।

আমাকে সামাজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য একটি মহল সাংবাদিকদের কাছে মিথ্যা তথ্য দিয়েছে। আমি এই সংবাদের তিব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি।